জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (১১তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.bkkb.gov.bd

নিয়মাবলী

বিষয়: ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য (১) সরকারের অসামরিক খাতের ১১ হতে ২০ গ্রেডে কর্মরত সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের 'শিক্ষাবৃত্তি'/ 'শিক্ষাসহায়তা', (২) সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সকল গ্রেডের অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারীর সন্তানদের 'শিক্ষাবৃত্তি'র দরখাস্ত অনলাইনে দাখিল করার নিয়মাবলী।

--- শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করা যাবে এবং আবেদনের কোন হার্ডকপি গ্রহণ করা হবেনা –

1. কর্মরত সরকারি কর্মচারীর ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নরত অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য **'শিক্ষাবৃত্তি/ 'শিক্ষাসহায়তা'** এবং সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সকল গ্রেডের অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারীর ৯ম শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নরত অনধিক ২(দুই) সন্তানের জন্য **'শিক্ষাবৃত্তি'র** আবেদন করতে পারবেন;
2. বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ওয়েব সাইট (www.bkkb.gov.bd) এর **"অনলাইনে আবেদন করুন"** লিংকটিতে ক্লিক করতে হবে অথবা ব্রাউজারের এড্রেস বারে http://www.buyhike.com/ টাইপ করে Enter চাপুন;
3. হোম পেজ থেকে **"রেজিস্ট্রেশন"** বাটনে ক্লিক করলে একটি পাতা আসবে। ১১-২০ গ্রেডে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির আবেদন করার জন্য কর্মচারীর ধরণ **"কর্মরত"** এবং কর্মচারীর কর্মক্ষেত্রের ধরণ **"রাজস্বখাতভুক্ত"** পছন্দ করতে হবে;
4. এখানে উল্লেখ্য কর্মচারীর ধরণ **"কর্মরত"** বাছাই করলে পে-ফিক্সেশন নম্বর ও জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর দিতে হবে এবং সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সকল গ্রেডের অক্ষম/ অবসরপ্রাপ্ত/ মৃত কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির জন্য আবেদন করতে **"অক্ষম/ মৃত/ অবসরপ্রাপ্ত"** পছন্দ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য কর্মচারীর ধরণ "অক্ষম/ মৃত/ অবসরপ্রাপ্ত" বাছাই করলে কোন পে-ফিক্সেশন নম্বর লাগবে না, শুধু জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর দিতে হবে;
5. ১১-২০ গ্রেডে কর্মরত সরকারি কর্মচারীগণকে অর্থ বিভাগের **পে-ফিক্সেশন এর ভেরিফিকেশন নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (১৭ ডিজিটের), মোবাইল নম্বরসহ** অন্যান্য তথ্যাদি দিয়ে "রেজিস্ট্রেশন করুন" বাটনে ক্লিক করতে হবে। অনলাইনে আবেদন করার জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে একবারই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে;
6. **"রেজিস্ট্রেশন করুন"** বাটনে ক্লিক করার পর আপনার মোবাইল নম্বরে ৬ ডিজিটের একটি ভেরিফিকেশন কোড যাবে, এই কোড নম্বরটি দিয়ে **"যাচাই করুন"** বাটনে ক্লিক করলে "অভিনন্দন, আপনার নিবন্ধন সফলভাবে সম্পূর্ন হয়েছে" এই ম্যাসেজ টি দেখাবে। কোড প্রদানের সময়সীমা ১৫ মিনিট;
7. সফটওয়্যারে লগইন করার জন্য হোম পেজ থেকে "**লগইন**"বাটনে ক্লিক করে **মোবাইল নম্বর এবং পাসওয়ার্ড** দিয়ে লগইন করতে হবে;
8. লগইন করার পর প্রোফাইল ব্যাবস্থাপনায় গিয়ে **আবেদনকারীর ছবি আপলোড করুন;**
9. শিক্ষাবৃত্তির আবেদন করার জন্য **"শিক্ষাবৃত্তির আবেদন করতে এইখানে ক্লিক করুন"** এই লিংকটিতে ক্লিক করে **নির্দেশাবলী** অনুযায়ী পরবর্তী ধাপে আবেদন ফরম পূরণ করুন;
10. আবেদন ফরমের প্রতিটি কলাম যথাযথভাবে পূরণ করে ছাত্র/ ছাত্রী বিগত বাৎসরিক/ বোর্ড/ সেমিস্টার/ টার্ম ফাইনাল যে পরীক্ষায় পাস করেছে তার মূল মার্কশীট এর ফটোকপি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান/ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্তৃক সত্যায়িত করে স্ক্যান কপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করুন;
11. ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে **"আবেদন সংরক্ষণ ও প্রিন্ট করুন"** বাটনে ক্লিক করতে হবে;
12. আবেদন ফরম প্রিন্ট করার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল, কর্মচারীর স্বাক্ষর, কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল এবং স্মারক নং ও তারিখ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ পূরণকৃত ফরমের স্ক্যান কপি **"সংযুক্তি"** ধাপে গিয়ে সংযুক্ত করে আবেদন **"পূরনকৃত আবেদন ফরমটি চূড়ান্তভাবে দাখিল করুন"** বাটনে ক্লিক করে দাখিল করুন;
13. ঢাকা মহানগরীতে কর্মরত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ঢাকা মহানগর ও অন্য বিভাগের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নিজ নিজ বিভাগীয় কার্যালয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হবে
14. স্বামী/স্ত্রী উভয়ই সরকারি চাকরিতে কর্মরত হলে কেবল একজনই সন্তানদের **'শিক্ষাবৃত্তি'** / **'শিক্ষাসহায়তা'** লাভের জন্য আবেদন করতে পারবেন;
15. চাকরিরত, অনিয়মিত এবং বিবাহিত এরুপ ছাত্র/ ছাত্রীগণ এ **'শিক্ষাবৃত্তি'** / **'শিক্ষাসহায়তা'** লাভের যোগ্য নন;
16. প্রত্যেক আবেদনকারী তিনি যে বিভাগে বা মহানগরে কর্মরত আছেন সে অধিক্ষেত্রের বিভাগ বা মহানগরে আবেদন করা বাধ্যতামূলক;
17. **'শিক্ষাবৃত্তি'** / **'শিক্ষাসহায়তা'** পাওয়ার জন্য বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ ছাত্রীকে পূর্ববর্তী বাৎসরিক / বোর্ড/ সেমিস্টার/ টার্ম ফাইনাল পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে নিম্নবর্ণিত জিপিএ / সিজিপিএ অর্জন করতে হবে:

শ্রেণী	'শিক্ষাবৃত্তি' পাওয়ার যোগ্যতা	'শিক্ষাসহায়তা' পাওয়ার যোগ্যতা
মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-১০শ্রেণী)	জিপিএ ৫ অথবা গড়ে ৮০% নম্বর	জিপিএ ৩ অথবা গড়ে ৫০% নম্বর
উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ- দ্বাদশ)	ঐ	ঐ
উচ্চশিক্ষা (স্নাতক- স্নাতকোত্তর)	সিজিপিএ ৩.৫ হতে ৪	নূন্যতম সিজিপিএ ২.৫

Scanned with CamScanner